সোনার তরী

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সোনার তরী * বিম্ববতী * শৈশব সন্ধ্যা * রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে * নিদ্রিতা * সুপ্তোত্থিতা * তোমরা এবং আমরা * সানোর বাঁধন

(সোনার তরী বই থেকে এ কবিতাগুলো পড়ুন)

Readon

সোনার তরী

গগনে গরজে মেঘ, ঘন বরষা।
কূলে একা বসে' আছি, নাহি ভরসা।
রাশি রাশি ভারা ভারা
ধান কাটা হ'ল সারা,
ভরা নদী ক্ষুরধারা
খর-পরশা।
কাটিতে কাটিতে ধান এল বরষা।

একখানি ছোট ক্ষেত আমি একেলা,
চারিদিকে বাঁকা জল করিছে খেলা।
পরপারে দেখি আঁকা
তরুছায়ামসীমাখা
গ্রামখানি মেঘে ঢাকা
প্রভাত বেলা।
এ পারেতে ছোট ক্ষেত আমি একেলা।

গান গেয়ে তরী বেয়ে কে আসে পারে!
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে।
ভরা-পালে চলে যায়,
কোন দিকে নাহি চায়,
ঢেউগুলি নিরুপায়
ভাঙ্গে দু'ধারে,
দেখে' যেন মনে হয় চিনি উহারে!

ওগো তুমি কোথা যাও কোন্ বিদেশে!
বারেক ভিড়াও তরী কূলেতে এসে!
যেয়ো যেথা যেতে চাও,
যারে খুসি তারে দাও
শুধু তুমি নিয়ে যাও
ক্ষণিক হেসে
আমার সোনার ধান কূলেতে এসে!

যত চাও তত লও তরণী পরে।
আর আছে?—আর নাই, দিয়েছি ভরে'।
এতকাল নদীকূলে
যাহা লয়ে ছিনু ভুলে'
সকলি দিলাম তুলে
থরে বিথরে
এখন আমারে লহ করুণা করে'!

ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই! ছাটে সে তরী
আমারি সানোর ধানে গিয়েছে ভরি'।
শ্রাবণ গগন ঘিরে
ঘন মেঘ ঘুরে ফিরে,
শূন্য নদীর তীরে
রহিনু পড়ি',
যাহা ছিল নিয়ে গেল সানোর তরী।

—ফাল্গুন, ১২৯৮।

বিম্ববতী

(রূপকথা)

সযত্নে সাজিল রাণী, বাঁধিল কবরী,
নবঘনস্নিগ্ধবর্ণ নব নীলাম্বরী
পরিল অনেক সাধে। তার পরে ধীরে
গুপ্ত আবরণ খুলি' আনিল বাহিরে
মায়াময় কনক দর্পণ। মন্ত্র পড়ি'
শুধাইল তারে—কহ মারে সত্য করি'
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপসী কে ধরায় বিরাজে।
ফুটিয়া উঠিল ধীরে মুকুরের মাঝে
মধুমাখা হাসি-আঁকা একখানি মুখ,
দেখিয়া বিদারি' গেল মহিষীর বুক-
রাজকন্যা বিম্ববতী সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!

তার পর দিন রাণী প্রবালের হার
পরিল গলায়। খুলি' দিল কেশভার
আজানুচুম্বিত। গালোপী অঞ্চলখানি,
লজ্জার আভাসসম, বক্ষে দিল টানি'।
সুবর্ণ মুকুর রাখি কোলের উপরে
শুধাইল মন্ত্র পড়ি'—কহ সত্য করে'

ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী!
দর্পণে উঠিল ফুটে সেই মুখশশী।
কাঁপিয়া কহিল রাণী, অগ্নিসম জ্বালা—
পরালেম তারে আমি বিষফুলমালা,
তবু মরিল না জ্বলে' সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তার পরদিনে,—আবার রুধিল বার
শয়নমন্দিরে। পরিল মুক্তার হার,
ভালে সিন্দুরের টিপ, নয়নে কাজল,
রক্তাম্বর পট্টবাস, সোনার আঁচল।
শুধাইল দর্পণেরে—কহ সত্য করি'
ধরাতলে সব চেয়ে কে আজি সুন্দরী।
উজ্জ্বল কনক পটে ফুটিয়া উঠিল
সেই হাসিমাখা মুখ। হিংসায় লুটিল
রাণী শয্যার উপরে। কহিল কাঁদিয়া—
বনে পাঠালেম তারে কঠিন বাঁধিয়া,
এখনো সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সবাকার চেয়ে!

তার পরদিনে,—আবার সাজিল সুখে
নব অলঙ্কারে; বিরচিল হাসিমুখে
কবরী নূতন ছাঁদে বাঁকাইয়া গ্রীবা।

পরিল যতন করি’ নবরৌদ্রবিভা

নব পীতবাস। দর্পণ সম্মুখে ধরে’
শুধাইল মন্ত্র পড়ি’—সত্য কহ মারে
ধরামাঝে সব চেয়ে কে আজি রূপসী।
সেই হাসি সেই মুখ উঠিল বিকশি’
মাহেন মুকুরে। রাণী কহিল জ্বলিয়া—
বিষফল খাওয়ালেম তাহারে ছলিয়া,
তবুও সে মরিল না সতীনের মেয়ে,
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!

তার পর দিনে রাণী কনক রতনে
খচিত করিল তনু অনেক যতনে।
দর্পণেরে শুধাইল বহু দর্পভরে—
সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রূপ কার বল্ সত্য করে’।
দুইটি সুন্দর মুখ দেখা দিল হাসি’
রাজপুত্র রাজকন্যা দোঁহে পাশাপাশি
বিবাহের বেশে।—অঙ্গে অঙ্গে শিরা যত
রাণীরে দংশিল যেন বৃশ্চিকের মত।
চীৎকারি’ কহিল রাণী কর হানি’ বুকে,
মরিতে দেখেছি তারে আপন সম্মুখে
কার প্রেমে বাঁচিল সে সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে!
ঘষিতে লাগিল রাণী কনক মুকুর
বালু দিয়ে—প্রতিবিম্ব নাহি হল দূর।

মসী লেপি দিল তবু ছবি ঢাকিল না।
অগ্নি দিল, তবুও ত গলিল না সোনা।
আছাড়ি’ ফেলিল ভূমে প্রাণপণ বলে
ভাঙ্গিল না সে মায়া-দর্পণ। ভূমিতলে
চকিতে পড়িল রাণী, টুটি’ গেল প্রাণ;—
সর্ব্বাঙ্গে হীরকমণি অগ্নির সমান
লাগিল জ্বলিতে; ভূমে পড়ি’ তারি পাশে
কনক দর্পণে দুটি হাসিমুখ হাসে।
বিম্ববতী, মহিষীর সতীনের মেয়ে
ধরাতলে রূপসী সে সকলের চেয়ে।

—ফাল্গুন, ১২৯৮।

শৈশব সন্ধ্যা

ধীরে ধীরে বিস্তারিছে ঘেরি চারিধার
শ্রান্তি, আর শান্তি, আর সন্ধ্যা-অন্ধকার,
মায়ের অঞ্চলসম। দাঁড়ায়ে একাকী
মেলিয়া পশ্চিম পানে অনিমেষ আঁখি
স্তব্ধ চেয়ে আছি; আপনারে মগ্ন করি’
অতলের তলে, ধীরে লইতেছি ভরি’
জীবনের মাঝে—আজিকার এই ছবি,
জনশূন্য নদীতীর, অস্তমান রবি,
ম্লান মুর্চ্ছাতুর আলো—রোদন-অরুণ
ক্লান্ত নয়নের যেন দৃষ্টি সকরুণ
স্থির বাক্যহীন,—এই গভীর বিষাদ,
জলে স্থলে চরাচরে শ্রান্তি অবসাদ।

সহসা উঠিল গাহি’ কোন্‌খান্ হতে
বন-অন্ধকারঘন কোন্ গ্রামপথে
যেতে যেতে গৃহমুখী বালকপথিক।
উচ্ছ্বসিত কণ্ঠস্বর নিশ্চিন্ত নির্ভীক
কাঁপিছে সপ্তম সুরে; তীব্র উচ্চতান
সন্ধ্যারে কাটিয়া যেন করিবে দু’খান।
দেখিতে না পাই তারে; ওই যে সম্মুখে
প্রান্তরের সর্ব প্রান্তে, দক্ষিণের মুখে,

আখের ক্ষেতের পারে, কদলী সুপারি
নিবিড় বাঁশের বন, মাঝখানে তারি
বিশ্রাম করিছে গ্রাম,—হোথা আঁখি ধায়।
হোথা কোন্ গৃহপানে গেয়ে চলে’ যায়
কোন্ রাখালের ছেলে, নাহি ভাবে কিছু,
নাহি চায় শূন্যপানে, নাহি আগুপিছু।

দেখে শুনে মনে পড়ে সেই সন্ধেবেলা
শৈশবের; কত গল্প, কত বাল্যখেলা,
এক বিছানায় শুয়ে মোরা সঙ্গী তিন;
সে কি আজিকার কথা, হল কত দিন!
এখনো কি বৃদ্ধ হয়ে যায় নি সংসার!
ভোলে নাই খেলাধুলা, নয়নে তাহার
আসে নাই নিদ্রাবেশ শান্ত সুশীতল,
বাল্যের খেলনাগুলি করিয়া বদল
পায় নি কঠিন জ্ঞান! দাঁড়ায়ে হেথায়
নির্জ্জন মাঠের মাঝে, নিস্তব্ধ সন্ধ্যায়,
শুনিয়া কাহার গান পড়ি’ গেল মনে
কত শত নদীতীরে, কত আম্রবনে,
কাংস্যঘণ্টামুখরিত মন্দিরের ধারে,
কত শস্যক্ষেত্রপ্রান্তে, পুকুরের পাড়ে
গৃহে গৃহে জাগিতেছে নব হাসিমুখ,
নবীন হৃদয়ভরা নব নব সুখ,

কত অসম্ভব কথা, অপূর্ব্ব কল্পনা,
কত অমূলক আশা, অশেষ কামনা,
অনন্ত বিশ্বাস। দাঁড়াইয়া অন্ধকারে
দেখিনু নক্ষত্রালোকে, অসীম সংসারে
রয়েছে পৃথিবী ভরি বালিকা বালক,
সন্ধ্যাশয্যা, মার মুখ, দীপের আলোক।

—ফাল্গুন, ১২৯৮।

রাজার ছেলে ও রাজার মেয়ে

(রূপকথা।)

১

প্রভাতে

রাজার ছেলে যেত পাঠশালায়,
রাজার মেয়ে যেত তথা।
দু’জনে দেখা হত পথের মাঝে,
কে জানে কবেকার কথা!
রাজার মেয়ে দূরে সরে’ যেত,
চুলের ফুল তার পড়ে’ যেত,
রাজার ছেলে এসে তুলে দিত
ফুলের সাথে বনলতা।
রাজার ছেলে যেৎ পাঠশালায়
রাজার মেয়ে যেত তথা।
পথের দুই পাশে ফুটেছে ফুল,
পাখীরা গান গাহে গাছে।

রাজার মেয়ে আগে এগিয়ে চলে,
রাজার ছেলে যায় পাছে।

২

মধ্যাহ্নে।

উপরে বসে' পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
পুঁথি খুলিয়া শেখে কত কি ভাষা,
খড়ি পাতিয়া আঁক কষে।
রাজার মেয়ে পড়া যায় ভুলে',
পুঁথিটি হাত হ'তে পড়ে খুলে',
রাজার ছেলে এসে দেয় তুলে',
আবার পড়ে' যায় খসে'।
উপরে বসে' পড়ে রাজার মেয়ে,
রাজার ছেলে নীচে বসে।
দুপুরে খরতাপ, বকুলশাখে
কোকিল কুহু কুহরিছে।
রাজার ছেলে চায় উপর পানে,
রাজার মেয়ে চায় নীচে।

৩

সায়াহ্নে

রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া আসে,
রাজার ময়ে যায় ঘরে।
খুলিয়া গলা তে মোতির মালা
রাজার মেয়ে খেলা করে।

পথে সে মালাখানি গেল ভুলে',
রাজার ছেলে সেটি নিল তুলে'
আপন মণিহার মনোভুলে
দিল সে বালিকার করে।
রাজার ছেলে ঘরে ফিরিয়া এল,
রাজার মেয়ে গেল ঘরে।
শ্রান্ত রবি ধীরে অস্ত যায়
নদীর তীরে এক শেষে।
সাঙ্গ হয়ে গেল দোঁহার পাঠ,
যে যার গেল নিজ দেশে।—

৪

নিশীথে

রাজার মেয়ে শোয় সোনার খাটে,
স্বপনে দেখে রূপরাশি।
রূপোর খাটে শুয়ে রাজার ছেলে
দেখিছে কার সুধা হাসি!
করিছে আনাগোনা সুখ দুখ,
কখনো দুরু দুরু করে বুক,
অধরে কভু কাঁপে হাসিটুক্,
নয়ন কভু যায় ভাসি।
রাজার মেয়ে কর দেখিছে মুখ,
রাজার ছেলে কার হাসি।

বাদর ঝর ঝর, গরজে মেঘ,
পবন করে মাতামাতি।
শিথানে মাথা রাখি বিথান বেশ,
স্বপনে কেটে যায় রাতি।

—চৈত্র, ১২৯৯।

নিদ্রিতা

রাজার ছেলে ফিরেছি দেশে দেশে,
সাত সমুদ্র তেরো নদীর পার।
যেখানে যত মধুর মুখ আছে
বাকি ত কিছু রাখি নি দেখিবার।
কেহ বা ডেকে কয়েছে দুটো কথা,
কেহ বা চেয়ে করেছে আঁখি নত,
কাহারো হাসি ছুরির মত কাটে
কাহারো হাসি আঁখি জলেরি মত!
গরবে কেহ গিয়েছে নিজ ঘর
কাঁদিয়া কেহ চেয়েছে ফিরে ফিরে।
কেহ বা কারে কহে নি কোন কথা,
কেহ বা গান গেয়েছে ধীরে ধীরে।
এমনি করে ফিরেছি দেশে দেশে;
অনেক দূরে তেপান্তর-শেষে
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে এসেছি দিয়ে মালা!

একদা রাতে নবীন যৌবনে
স্বপ্ন হতে উঠিনু চমকিয়া,
বাহিরে এসে দাঁড়ানু একবার
ধরার পানে দেখিনু নিরখিয়া।

শীর্ণ হ'য়ে এসেছে শুকতারা,
পূর্ব্ব তটে হ'তেছে নিশি ভোর।
আকাশ কোণে বিকাশে জাগরণ,
ধরণীতলে ভাঙ্গে নি ঘুম-ঘোর।
সমুখে পড়ে' দীর্ঘ রাজপথ,
দু'ধারে তারি দাঁড়ায়ে তরুসার,
নয়ন মেলি' সুদূর পানে চেয়ে
আপন মনে ভাবি একবার,—
আমারি মত আজি এ নিশি শেষে
ধরার মাঝে নুতন কোন্ দেশে,
দুগ্ধফেনশয্যা করি' আলা
স্বপ্ন দেখে ঘুমায়ে রাজবালা।

অশ্ব চড়ি' তখনি বাহিরিনু
কত যে দেশ-বিদেশ হনু পার!
একদা এক ধূসর সন্ধ্যায়
ঘুমের দেশে লভিনু পুরদ্বার!
সবাই সেথা অচল অচেতন,
কোথাও জেগে নাইক জনপ্রাণী,
নদীর তীরে জলের কলতানে
ঘুমায়ে আছে বিপুল পুরীখানি।
ফেলিতে পদ সাহস নাহি মানি,
নিমেষে পাছে সকল দেশ জাগে!

প্রাসাদ মাঝে পশিনু সাবধানে
শঙ্কা মোর চলিল আগে আগে।
ঘুমায় রাজা, ঘুমায় রাণী-মাতা,

কুমার সাথে ঘুমায় রাজভ্রাতা;
একটি ঘরে রত্ন-দীপ জ্বালা,
ঘুমায়ে সেথা রয়েছে রাজবালা।

কমলফুল-বিমল শেজখানি,
নিলীন তাহে কোমল তনুলতা।
মুখের পানে চাহিনু অনিমেষে
বাজিল বুকে সুখের মত ব্যথা!
মেঘের মত গুচ্ছ কেশরাশি
শিথান ঢাকি পড়েছে ভারে ভারে।
একটি বাহু বক্ষপরে পড়ি'
একটি বাহু লুটায় একধারে।
আঁচলখানি পড়েছে খসি' পাশে,
কাঁচলখানি পড়িবে বুঝি টুটি',
পত্রপুটে রয়েছে যেন ঢাকা
অনাঘ্রাত পূজার ফুল দুটি!
দেখিনু তারে উপমা নাহি জানি;
ঘুমের দেশে স্বপন একখানি;
পালঙ্কেতে মগন রাজবালা
আপন ভয় লাবণ্যে নিরালা!

ব্যাকুল বুকে চাপি দুই বাহু,
না মানে বাধা হৃদয় কম্পন!
ভূতলে বসি আনত করি' শির
মুদিত আঁখি করি চুম্বন!
পাতার ফাঁকে আঁখির তারা দুটি,
তাহারি পানে চাহি এক মনে,
দ্বারের ফাঁকে দেখিতে চাহি যেন
কি আছে কোথা নিভৃত নিকেতনে!
ভূর্জ্জপাতে কাজলমসী দিয়া
লিখিয়া দিমু আপন নাম ধাম।
লিখিনু "অয়ি নিদ্রানিমগনা,
আমার প্রাণ তোমারে সঁপিলাম!"
যতন করি কনকসুতে গাঁথি
রতন হারে বাঁধিয়া দিমু পাঁতি।
ঘুমের দেশে ঘুমায় রাজবালা,
তাহারি গলে পরায়ে দিমু মালা!

—১৪ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

সুপ্তোত্থিতা

ঘুমের দেশে ভাঙ্গিল ঘুম,
উঠিল কলস্বর।
গাছের শাখে জাগিল পাখী
কুসুমে মধুকর।

অশ্বশালে জাগিল ঘোড়া
হস্তীশালে হাতী।
মল্লশালে মল্ল জাগি'
ফুলায় পুন ছাতি।

জাগিল পথে প্রহরী দল,
দুয়ারে জাগে দ্বারী,
আকাশে চেয়ে নিরখে বেলা
জাগিয়া নর নারী।

উঠিল জাগি' রাজাধিরাজু,
জাগিল রাণীমাতা।
কচালি' আঁখি কুমার সাথে
জাগিল রাজভ্রাতা।

নিভৃত ঘরে ধূপের বাস,
রতন দীপ জ্বালা,
জাগিয়া উঠি' শয্যাতলে
সুধাল রাজবালা
——কে পরালে মালা!

খসিয়া-পড়া আঁচলখানি
বক্ষে তুলি' দিল।
আপন-পানে নেহারি' চেয়ে
সরমে শিহরিল!

ত্রস্ত হয়ে চকিত-চোখে
চাহিল চারিদিকে;
বিজন গৃহ, রতন দীপ
জ্বলিছে অনিমিখে!

গলার মালা খুলিয়া লয়ে
ধরিয়া দুটি করে
সোনার সুতে যতনে গাঁথা
লিখনখানি পড়ে।

পড়িল নাম, পড়িল ধাম,
পড়িল লিপি তার,
কোলের পরে বিছায়ে দিয়ে
পড়িল শতবার!

শয়নশেষে রহিল বসে'
ভাবিল রাজবালা—
—আপন ঘরে ঘুমায়ে ছিনু
নিতান্ত নিরালা
কে পরালে মালা!—

নূতন-জাগা কুঞ্জবনে
কুহরি উঠে পিক,
বসন্তের চুম্বনেতে
বিবশ দশ দিক্!

বাতাস ঘরে প্রবেশ করে
ব্যাকুল উচ্ছ্বাসে,
নব কুসুম মঞ্জরীর
গন্ধ লয়ে আসে।

জাগিয়া উঠি বৈতালিক
গাহিছে জয়গান,
প্রাসাদদ্বারে ললিত স্বরে
বাঁশিতে উঠে তান।

শীতল ছায়া নদীর পথে
কলসে লয়ে বারি—
কাঁকন বাজে নুপুর বাজে
চলিছে পুরনারী।

কাননপথে মর্ম্মরিয়া
কাঁপিছে গাছপালা,
আধেক মুদি' নয়ন দুটি
ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা!

বারেক মালা গলায় পরে,

বারেক লহে খুলি’,
দুইটি করে চাপিয়া ধরে
বুকের কাছে তুলি’।

শয়ন পরে মেলায়ে দিয়ে
তৃষিত চেয়ে রয়,
এমনি করে’ পাইবে
যেন অধিক পরিচয়।

জগতে আজ কত-না ধ্বনি
উঠিছে কত ছলে,
একটি আছে গোপন কথা,
সে কেহ নাহি বলে!

বাতাস শুধু কানের কাছে
বহিয়া যায় হূহু,
কোকিল শুধু অবিশ্রাম
ডাকিছে কুহু কুহু।

নিভৃত ঘরে পরান মন
একান্ত উতালা,
শয়নশেষে নীরবে বসে’
ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা!

কেমন বীর-মুরতি তার
মাধুরী দিয়ে মিশা!
দীপ্তিভরা নয়ন মাঝে
তৃপ্তিহীন তৃষা!

স্বপ্নে তারে দেখেছে যেন
এমনি মনে লয়,—
ভুলিয়া গেছে, রয়েছে শুধু
অসীম বিস্ময়!

পারশে যেন বসিয়াছিল,
ধরিয়াছিল কর,
এখনো তার পরশে যেন
সরস কলেবর!

চমকি’ মুখ দু’হাতে ঢাকে,
শরমে টুটে মন,
লজ্জাহীন প্রদীপ কেন
নিভে নি সেই ক্ষণ!

কণ্ঠ হতে ফেলিল হার
যেন বিজুলিজ্বালা,
শয়ন পরে লুটায়ে পড়ে’
ভাবিল রাজবালা—
কে পরালে মালা!

এমনি ধীরে একটি করে
কাটিছে দিন রাতি।
বসন্ত সে বিদায় নিল
লইয়া যূথী জাতি।

সঘন মেঘে বরষা আসে,
বরষে ঝর ঝর্।
কাননে ফুটে নবমালতী
কদম্ব কেশর।

স্বচ্ছ হাসি শরৎ আসে
পূর্ণিমা-মালিকা।
সকল বন আকুল করে
শুভ্র শেফালিকা।

আসিল শীত সঙ্গে লয়ে
দীর্ঘ দুখ-নিশা।
শিশির-ঝরা কুন্দ ফুলে
হাসিয়া কাঁদে দিশা।

ফাগুন মাস আবার এল
বহিয়া ফুলডালা।
জানালা পাশে একেলা বসে
ভাবিছে রাজবালা—
কে পরালে মালা!

—১৫ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

তোমরা এবং আমরা

তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাও
কুলুকুলুকল নদীর স্রোতের মতো।
আমরা তীরেতে দাঁড়ায়ে চাহিয়া থাকি,
মরমে গুমরি মরিছে কামনা কত।
আপনা আপনি কানাকানি কর সুখে,
কৌতুকছটা উছলিছে চোখে মুখে,
কমলচরণ পড়িছে ধরণী মাঝে,
কনক নূপুর রিনিকি ঝিনিকি বাজে।

অঙ্গে অঙ্গ বাঁধিছ রঙ্গপাশে,
বাহুতে বাহুতে জড়িত ললিত লতা।
ইঙ্গিতরসে ধ্বনিয়া উঠিছে হাসি,
নয়নে নয়নে বহিছে গোপন কথা।
আঁখি নত করি একেলা গাঁথিছ ফুল,
মুকুর লইয়া যতনে বাঁধিছ চুল।
গোপন হৃদয়ে আপনি করিছ খেলা,
কী কথা ভাবিছ, কেমন কাটিছে বেলা!

চকিতে পলকে অলক উড়িয়া পড়ে,
ঈষৎ হেলিয়া আঁচল মেলিয়া যাও—
নিমেষ ফেলিতে আঁখি না মেলিতে,ত্বরা
নয়নের আড়ে না জানি কাহারে চাও!

যৌবনরাশি টুটিতে লুটিতে চায়,
বসনে শাসনে বাঁধিয়া রেখেছ তায়।
তবু শতবার শতধা হইয়া ফুটে,
চলিতে ফিরিতে ঝলকি চলকি উঠে!

আমরা মূর্খ কহিতে জানিনে কথা,
কি কথা বলিতে কি কথা বলিয়া ফেলি!
অসময়ে গিয়ে লয়ে আপনার মন
পদতলে দিয়ে চেয়ে থাকি আঁখি মেলি!
তোমরা দেখিয়া চুপিচুপি কথা কও,
সখীতে সখীতে হাসিয়া অধীর হও!
বসন আঁচল বুকেতে টানিয়া লয়ে
হেসে চলে’ যাও আশার অতীত হ’য়ে।

আমরা বৃহৎ অবোধ ঝড়ের মত
আপন আবেগে ছুটিয়া চলিয়া আসি।
বিপুল আঁধারে অসীম আকাশ ছেয়ে

টুটিবারে চাহি আপন হৃদয়রাশি।
তোমরা বিজুলি হাসিতে হাসিতে চাও,
আঁধার ছেদিয়া মরম বিধিয়া দাও,
গগনের গায়ে আগুনের রেখা আঁকি
চকিত চরণে চলে' যাও দিয়ে ফাঁকি।

অযতনে বিধি গড়েছে মোদের দেহ,
নয়ন অধর দেয়নি ভাষায় ভরে',
মোহন মধুর মন্ত্র জানিনে মোরা,
আপনা প্রকাশ করিব কেমন করে'?
তোমরা কোথায় আমরা কোথায় আছি!
কোন সুলগনে হব না কি কাছাকাছি!
তোমরা হাসিয়া বহিয়া চলিয়া যাবে,
আমরা দাঁড়ায়ে রহিব এমনি ভাবে!

—১৬ই জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।

সানোর বাঁধন

বন্দী হয়ে আছ তুমি সুমধুর স্নেহে,
অয়ি গৃহলক্ষ্মি, এই করুণ-ক্রন্দন
এই দুঃখ দৈন্যে ভরা মানবের গেহে;
তাই দুটি বাহু পরে সুন্দর-বন্ধন
সানোর কঙ্কণ দুটি বহিতেছ দেহে
শুভ চিহ্ন, নিখিলের নয়ন-নন্দন।
পুরুষেব দুই বাহু কিণাঙ্ক-কঠিন
সংসার সংগ্রামে, সদা বন্ধনবিহীন;
যুদ্ধ দ্বন্দ্ব যত কিছু নিদারুণ কাজে
বহ্নিবাণ বজ্রসম সর্বত্র স্বাধীন।
তুমি বদ্ধ মেহ প্রেম করুণার মাঝে,—
শুধু শুভকর্ম্ম, শুধু সেবা নিশি দিন।
তামোর বাহুতে তাই কে দিয়াছে টানি,
দুইটি সানোর গণ্ডী, কাঁকন দু'খানি।

—১৭ জ্যৈষ্ঠ, ১২৯৯।